রাশিয়া বিশ্বকাপ

লাস্টবয়দের লড়াই দিয়ে আজ বিশ্বকাপের বোধন

চোট নিয়ে চিন্তিত, দেখে বোঝা দায়।

প্রথম ম্যাচে খেলতে মরিয়া সালাহ

গ্রোজনি, ১৩ জুন ঃ কিয়েভে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে কাঁধে চোট পেয়ে বিশ্বকাপে খেলাটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল মিশরের তারকা ফুটবলার মহম্মদ সালাহর। সমর্থকরা অশনিসংকেত দেখলেও আশা ছাড়েননি সালাহ নিজে। ২৮ বছর পর প্রায় একক দক্ষতায় মিশরকে বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র এনে দিয়েছেন তিনি। ১৫ জুন উরুগুয়ের বিরুদ্ধে মিশরের প্রথম ম্যাচে খেলার ব্যাপারে মরিয়া 'মিশরের জাদুকর'। রাশিয়ার চেচেন প্রদেশের গ্রোজনি শহরকে নিজেদের বেসক্যাম্প করেছে মিশর। সেখানে নিজেকে সম্পূর্ণ ফিট করে তুলতে আলাদা করে দলের ফিজিয়োর কাছে ট্রেনিং নিতে দেখা গেল সালাহকে। শুধু ফিজিয়োর কাছে আলাদা অনুশীলন নয়, এদিন মাঠেও সতীর্থদের সঙ্গে বল পায়ে অনুশীলন সারেন লিভারপুল তারকা। বল নিয়ে ড্রিবলিংও করতে দেখা যায় তাকে। কিয়েভের মাটিতে রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ার পর এই প্রথমবার মাঠে নেমে অনুশীলন করলেন তিনি। তবে মিশরের জাতীয় দলের চিকিৎসক মহম্মদ আবুলেলা জানান, 'জিমে ও প্রচুর পরিশ্রম করছে। তবে চোট কাটিয়ে এখনও সম্পূর্ণ সেরে ওঠেনি সালাহ। ফলে ১৫ জুন উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ওকে পাওয়ার ব্যাপারে এখনও সংশয় রয়েছে।' সুয়ারেজদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে সালাহ খেলবেন কিনা, সেই সিদ্ধান্ত তারকা ফুটবলারের উপরই ছেড়ে দিয়েছে মিশরের ফুটবল ফেডারেশন।

রাশিয়া বিশ্বকাপে থাকবেন ব্লাটার

মস্কো, ১৩ জুন ঃ ১৭ বছর ধরে ফিফার সর্বময় কর্তা থাকার পর ২০১৫ সালে আর্থিক কেলেঙ্কারির দায়ে ৬ বছরের জন্য নির্বাসিত হন শেপ ব্লাটার। যদিও আসন্ন বিশ্বকাপে আমন্ত্রণ পেলেন ফিফার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ব্লাটার। তাঁর মুখপাত্র থমাস রেঙ্গলি মঙ্গলবার এখবর জানিয়েছেন। ৮২ বছরের ব্লাটারের বিশ্বকাপে উপস্থিতি বর্তমান প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোর সঙ্গে তাঁর নৈকট্য বাড়াবে বলে ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের। তবে ব্লাটার কবে রাশিয়া যাবেন সেটা তাঁর মুখপাত্র জানাতে পারেননি। তবে ব্লাটার নিশ্চিতভাবেই বিশ্বকাপের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান কিংবা প্রথম ম্যাচে থাকবেন না।

বিশেষজ্ঞের চোখে

অর্ণব মণ্ডল

দেখতে দেখতে চার বছর পার। আবারও একটা ফুটবল মহাযজ্ঞ।

ফুটবল-রসে ডুব দেওয়ার পালা। আমার মতো বিশ্বের কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীর আবারও রাত জাগার পালা। ব্যস্ততার মধ্যে সময় বের করে টিভির সামনে বসে পড়ব বাছাই করা ম্যাচগুলি দেখতে। থাকছে উত্তরবঙ্গ সংবাদের হয়ে ম্যাচ বিশ্লেষণ, পারফরম্যান্সের কাটাছেঁড়ার গুরুভার। ফলে দলগুলির অন্দরমহলে একটু বেশি উঁকিঝুঁকি মারতে হচ্ছে।

আমার জন্য গত বিশ্বকাপ ছিল হ্যাপি এন্ডিং। মারিও গোৎজের গোলে প্রিয় দল জার্মানির বিজয় আস্ফালন এখনও উজ্জ্বল। লাম-ন্যুয়েরদের ভিকট্রি ল্যাপ চোখের সামনে ভাসছে। কয়েক হাজার মাইল দূরে বসেও যে সাফল্যে শরিক ছিলাম আমিও। জার্মানি এবারও হাজির খেতাব ধরে রাখতে। তাকিয়ে থাকব জোয়াকিম লো-র বিশ্বজয়ীদের দিকে।

জার্মানিকে নিয়ে পরে বলা যাবে। আপাতত বাকিদের মতো আমার নজরও উদ্‌বোধনী ম্যাচে। মস্কোর লুঝনিকি স্টেডিয়ামে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের পর 'ফুটবল যুদ্ধে' ঢুকে পড়ার হাতছানি। রাশিয়া বিশ্বকাপের পারদ চড়িয়ে প্রথম দিনেই নেমে পড়ছে আয়োজকরা। রাশিয়া বনাম এশিয়ার প্রতিনিধি সৌদি আরব। খাতায়-কলমে দুটো দলই লো প্রোফাইল। ইগর আকিনফিভ, আলেকজান্ডার গোলোভিনের মতো হাতেগোনা কয়েকজন বাদে বেশিরভাগই অচেনা রুশ ব্রিগেডের।

সৌদি আরবের ক্ষেত্রেও একই কথা। দলের বেশিরভাগই ঘরোয়া লিগে খেলে থাকে। দু-একজন বাইরের লিগে খেললেও, সেই অর্থে প্রথমসারির দল নয়। ইপিএল, লা লিগা বা সিরি-আ লিগে চোখ রাখতে অভ্যস্ত ফুটবল বিশ্বের কাছে স্বভাবতই অচেনা তারা। মহম্মদ আল সাহলায়ি, ফায়াদ আল-মুবালাদ, ইহায়ি আল শেহরি, তিনজন মূল ভরসা সৌদি দলের। গড় বয়স ২৮-২৯। পরিণত দল হয়ে ওঠার জন্য পারফেক্ট বয়স। তবে বয়স একটা সংখ্যামাত্র। দক্ষতা, পারফরম্যান্সই মূল কথা। কাল টিভিতে চোখ রাখব, অচেনা ফুটবলারদের থেকে নতুন কিছু দেখার আগ্রহ নিয়ে। কে জানে উদ্‌বোধনী ম্যাচেই হয়তো ঘটবে নতুন তারকার আগমন। গত বিশ্বকাপ যেমন বিশ্বকে চিনিয়েছিল নাভাস, দিয়াজ, রডরিগেজদের।

উদ্‌বোধনী ম্যাচে আলো ছড়াতে তৈরি সৌদি আরবের আল সাহলায়ি (বাঁয়ে) ও রাশিয়ার আলেকজান্ডার গোলোভিন।

উদ্‌বোধনী ম্যাচের প্রাক-বিশ্লেষণ করার জন্য একটু উলটেপালটে দেখছিলাম, দুই দেশের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সগুলি। সেই অর্থে বলার মতো কিছু পেলাম না। হোম অ্যাডভান্টেজ নিয়ে খেলতে নামা রাশিয়া গত সাতটি ম্যাচে জয়ের মুখ দেখেনি। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী ৩২ দলের মধ্যে ফিফা র‍্যাংকিংয়ে সবার শেষে। সৌদি সেখানে পিছন থেকে সেকেন্ড বয়। গত তিনটি প্রস্তুতি (ইতালি, পেরু ও জার্মানি) ম্যাচেই হেরেছে। হারের 'ধারাবাহিকতা'য় কাল দাঁড়ি লাগানোর পালা।

সমমানের দল প্রায়। কিন্তু ফুটবলে দর্শক-সমর্থনের ভূমিকা অপরিসীম। দীর্ঘদিন ফুটবল খেলার সুবাদে জানি, গ্যালারির আওয়াজের গুরুত্বটা। কাল সৌদির বিরুদ্ধে রাশিয়া কার্যত বারো জনে খেলবে। দ্বাদশ ব্যক্তি গ্যালারির প্রবল সমর্থন। প্রত্যাশার চাপটাও থাকবে লেভ ইয়াসিনের উত্তরসূরিদের উপর। বিগত ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে দেশের ঊর্ধ্বমুখী বিশ্বকাপ-জ্বরকে টপগিয়ারে তুলতে চাইবেন দলের বিগবস স্টানিস্লাভ চেরচেসভ। রুশ কোচ মূলত ৩-৫-২ ফর্মেশনে খেলতে পছন্দ করেন। অর্থাৎ, মাঝমাঠেই তুরুপের তাস। মিডফিল্ডকে সংঘবদ্ধ করে বিপক্ষের উপরে চাপ তৈরি করা।

রাশিয়ার উপর থাকছে বিশ্বকাপ আয়োজক দেশের উদ্‌বোধনী ম্যাচে না হারার রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখার ভারও।

তথ্যতালাশ

- ২০০২-এর পর বিশ্বকাপে জয় নেই রাশিয়ার। সৌদি আরব শেষবার জিতেছে ১৯৯৪-এ।
- বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার পর দুবার কোচ ছাঁটাই করেছে সৌদি। দুমাস আগে দায়িত্ব পেয়েছেন অ্যান্তোনিও পিজ্জি।
- আয়োজক দেশ উদ্‌বোধনী ম্যাচে কখনও হারেনি। ৯বার খেলে ৬টিতে জয়, বাকি তিনটি ড্র।
- ১৯৭০ সালে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে উদ্‌বোধনী ম্যাচ খেলেছিল রাশিয়া (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন)।

৯বার উদ্‌বোধনী ম্যাচে অংশ নিয়ে আয়োজকরা ৬বার জিতেছে, তিনবার ড্র করেছে। কাল হিসেবটা বদলে গেলে অবাক হব না। হোম অ্যাডভান্টেজ, দর্শকদের প্রবল সমর্থনের সুবিধা রাশিয়া পেলেও, আমার বাজি সৌদি আরব। আমার মতে ম্যাচের পাল্লা ৬০-৪০ এশিয়া দলের পক্ষে। মাত্র মাস দুয়েক আগে দায়িত্ব পাওয়া জুয়ান অ্যান্তোনিও পিজ্জি দলটাকে ক্রমশ গুছিয়ে নিয়েছেন। মূলত ৪-২-৩-১ ফর্মেশনে খেলে থাকে। সৌদির কাউন্টার নির্ভর ফুটবল জার্মানিকে চাপে ফেলে দিয়েছিল। ১-২ ব্যবধানে হারলেও, ২-২ করার সুযোগ তৈরি করেছিল ওরা।

জার্মান ম্যাচে যতটুকু দেখেছি, সেটা ধরে রাখতে পারলে, রাশিয়াকে কাল কড়া টক্করে ফেলবে। 'এ' গ্রুপের বাকি দুই দল উরুগুয়ে ও সালাহ-র মিশর। উরুগুয়ে গ্রুপ শীর্ষে থাকার হট ফেভারিট। দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ ষোলোয় যেতে কালকের ম্যাচটা জিততে হবে 'গ্রিন ফ্যালকন' সৌদি আরবকে। একই কথা রাশিয়ার সম্পর্কেও বলব।

সৌদি আরব-রাশিয়ার ম্যাচের চেয়ে মূল চর্চা বিশ্বকাপ উদ্‌বোধন নিয়েই। ফুটবলপ্রেমীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। রাশিয়া শেষবার বিশ্বকাপে জয় পেয়েছে ২০০২-এ। সৌদি আরব তারও ৮ বছর আগে। গ্রুপের গণ্ডী অতিক্রম করলে সেটাই হবে দুই দলের কাছে বিরাট প্রাপ্তি। এমন দুই দলের 'টাগ অফ ওয়ার' কতটা মন ভরাবে, শুরুতেই বিশ্বকাপের সুরটা আদৌ বেঁধে দিতে পারবে কিনা প্রশ্ন থাকবে।

আকিনফিভ, গোলোভান, আল শেহরি-রা ভুল প্রমাণ করলে, খুশি হব আমি।

পোগবার যুদ্ধ জিদান, প্লাতিনির ছায়ার সঙ্গে

মস্কো, ১৩ জুন ঃ সাম্প্রতিক সাফল্য না থাকলেও বিশ্ব ফুটবলে বড়ো শক্তি বলা হয় ফ্রান্সকে। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের অনেকেই কাল থেকে শুরু হতে চলা রাশিয়া বিশ্বকাপে ফ্রান্সকে ফেভারিট হিসেবে তুলে ধরছেন। কিন্তু রেড স্কোয়ারে কী আদৌ ফরাসি বিপ্লব ঘটবে? বিশ্বকাপের পরই হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। কিন্তু রাশিয়ার মাটিতে ফরাসি ফুটবলের নবজাগরণ দেখতে হলে পল পোগবাকে অবিশ্বাস্য কিছু করতে হবে।

ম্যান ইউ তারকা পোগবার জন্য আসন্ন বিশ্বকাপ নিশ্চিতভাবেই স্পেশাল চ্যালেঞ্জ। সোজাকথায় পোগবা এখন ত্রিমুখী চ্যালেঞ্জের সামনে। প্রথম চ্যালেঞ্জ, নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে ফ্রান্সকে কাপ যুদ্ধে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ, জিনেদিন জিদানের গড়ে যাওয়া ইমারতকে আরও মজবুত করা। তৃতীয় চ্যালেঞ্জ, প্রশাসক মিশেল প্লাতিনির কলঙ্কমোচন।

১৯৮৪ সালে ফ্রান্সকে ইউরোপ সেরা করেছিলেন প্লাতিনি। ১৯৯৮ সালে ফ্রান্সকে প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ এনে দিয়েছিলেন জিদান। ২০১৮ সালে রাশিয়া বিশ্বকাপের প্রাক্কালে অতীতের দুই কিংবদন্তির ছায়ার সঙ্গে অদ্ভুত লড়াই শুরু হয়েছে পোগবার। শেষ ক্লাব ফুটবলের মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি পোগবার। ম্যান ইউয়ের প্রথম একাদশ থেকে অফ ফর্মের কারণে তাকে বাদ দিয়েছিলেন কোচ মোরিনহো। যা নিয়ে বিলেতের ফুটবলে কম বিতর্ক হয়নি। এমন অবস্থায় রাশিয়া বিশ্বকাপ পোগবার কাছে নিজেকে প্রমাণেরও। ফ্রান্সের জার্সি গায়ে রাশিয়ার মাটিতে পোগবা দেশকে কাপ এনে দিতে পারবেন কিনা, সময় বলবে। তবে প্রাক্তন ইংল্যান্ড ও ম্যান ইউ তারকা রিও ফার্দিনান্দ পল পোগবার হয়ে বাজি ধরছেন। বলছেন, 'বিশ্বকাপ শাসন করার ক্ষমতা রয়েছে পোগবার। ওকে নিয়ে আমি আশাবাদী।' তিনি আরও বলেছেন, 'পোগবা দুর্দান্ত ফুটবলার। ও নিজেও জানে, দেশ ওর থেকে কী চাইছে। অতীতের তারকাদের ছায়া থেকে বেরিয়ে পোগবা মাঠে নিজেকে মেলে ধরতে পারলে অনেক সমীকরণ বদলে দেবে।' ফার্দিনান্দের মতোই পোগবার হয়ে আজ সওয়াল করেছেন, প্রাক্তন ফরাসি তারকা ক্লদিও ম্যাকলেলে। ২০০০ সালে ফ্রান্স যখন ইউরোপ সেরা হয়েছিল, সেই দলে ছিলেন ম্যাকলেলে। তিনি আজ পোগবার হয়ে সওয়াল করে বলেছেন, 'জাতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপের মঞ্চে চাপ সামলানো সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। পোগবাকে এব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছি আমি। আশা করব, চাপ সামলে রাশিয়ার মাটিতে সেরাটা দিতে পারবে ও। আর পোগবা ছন্দে থাকলে রাশিয়ার মাটিতে ফরাসি বিপ্লব ঘটতেই পারে।'

প্রাক্তনদের ছায়ার পাশে প্রত্যাশার চাপ পোগবা কীভাবে সামলান, সেটাই এখন দেখার।

স্পেন ম্যাচের প্রস্তুতিতে পোর্তুগালের প্রধান ভরসা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। —এএফপি

বিশ্বকাপে আজ

রাশিয়া বনাম সৌদি আরব
রাত ৮টা ৩০ মিনিট

ব্রাজিলের সামনে বিশ্বজয়ের সেরা সুযোগ : রোনাল্ডো

মস্কো, ১৩ জুন ঃ ২০০২ সালের কোরিয়া-জাপান বিশ্বকাপ। পঞ্চমবারের জন্য খেতাব জিতেছিল ব্রাজিল। ফাইনালের নায়ক ছিলেন রোনাল্ডো। এখন যার বয়স ৪১।

কাল রাশিয়ার মাটিতে শুরু হতে চলেছে বিশ্বকাপ। মাঝে কেটে গিয়েছে ১৬ বছর, পার হয়েছে তিনটি বিশ্বকাপ। অথচ ফুটবল সম্রাটের দেশের আর বিশ্বকাপ জেতা হয়নি। বরং গতবার নিজেদের মাটিতে সেমিফাইনালে জার্মানির বিরুদ্ধে ৭-১ গোলে হারের যন্ত্রণা নিয়ে ফের বিশ্বকাপের দরবারে ব্রাজিল।

পেলের দেশের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন কী পূরণ হবে?

জবাব দেবে সময়। তবে কাপ যুদ্ধ শুরুর ঠিক আগের দিন লেনিন-স্তালিনের দেশে সংবাদমাধ্যমের সামনে হাজির হয়ে বিশ্বকাপের সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন বেছে নিয়েছেন রোনাল্ডো। বিশ্ব ফুটবলের সর্বকালের সফলতম স্ট্রাইকার নিজের দেশকেই খেতাবের দাবিদার হিসেবে তুলে ধরে বলেছেন, 'আমার মতে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ জয়ের এটাই সেরা সময়। যদিও ব্রাজিলের পাশাপাশি জার্মানি, স্পেন, আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্সকেও রাখব আমি। ওরা ব্রাজিলের খেতাব জয়ের পথে বাধা তৈরি করতে পারে। কিন্তু তারপরও আমি বিশ্বাস করি, বর্তমান ব্রাজিল দলের কাপ জয়ের ক্ষমতা রয়েছে ভালোরকম।' আগামী রবিবার সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে হেক্সার স্বপ্ন নিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে ব্রাজিল। তার আগে নেইমারদের সমর্থনে সোচ্চার হয়ে রোনাল্ডো আরও বলেছেন, 'হতে পারে গত তিনটি বিশ্বকাপে আমরা সফল হইনি। তবে রাশিয়া বিশ্বকাপে ছবিটা বদলাবে, এই বিশ্বাস রয়েছে আমার। দল হিসেবে গত কয়েকবছর ব্রাজিল ভালোই খেলছে।'

রোনাল্ডোর পাশাপাশি ব্রাজিলের প্রাক্তন কোচ লুই ফিলিপ স্কোলারিও পেলের দেশের সম্ভাবনা নিয়ে মুখ খুলেছেন আজ। দীর্ঘ ফুটবল অভিজ্ঞতা থেকে তার মনে হচ্ছে, ব্রাজিলের এবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। নেইমারদের সাফল্যের জন্য স্কোলারি একটি শর্ত দিয়েছেন। তার যুক্তি হল, টিটের দলের সাফল্যের জন্য ব্রাজিল মাঝমাঠের তারকা কাসেমিরোকে সফল হতে হবে।

ক্রীড়া উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান নান্টু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ১৩ জুন ঃ বাইচুং ভুটিয়ার পরিবর্তে শ্যাম থাপা। পুনর্গঠিত উত্তরবঙ্গ ক্রীড়া ও খেলা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান মনোনীত করা হল ১৯৭০ সালের ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ফুটবল দলের সদস্য শ্যাম থাপাকে। ভাইস চেয়ারম্যানের পদ পেয়েছেন শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি নান্টু পাল। পর্ষদের সদস্যদের আহ্বায়ক করা হয়েছে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম সচিব মুকেশকুমার সিংকে। সদস্য করা হয়েছে উত্তরবঙ্গের সব জেলার প্রতিনিধিকে। রাজ্য সরকারের নবগঠিত পর্ষদে সদস্যের সংখ্যা ২২ জন। নবান্ন সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে।

উত্তরবঙ্গের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ২০১৬ সালের ৩০ জুন ক্রীড়া উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হয়। চেয়ারম্যানের পদ দেওয়া হয় বাইচুংকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের প্রদর্শনী ম্যাচ আয়োজন করে শুরুতে বাইচুংয়ের নেতৃত্বাধীন পর্ষদ সাড়া জাগালেও কিছুদিনের মধ্যে নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। যা নিয়ে শিলিগুড়িতে এসে বাইচুংয়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন প্রাক্তন দুই

শিলিগুড়ির প্রতিনিধি অরূপরতন

ফুটবলার গৌতম সরকার ও সমরেশ চৌধুরি। কাজ করতে না পারলে বাইচুংকে পদত্যাগের পরামর্শ দেন দুজনে। এদিন নবগঠিত ক্রীড়া উন্নয়ন পর্ষদের থেকে বাইচুং ভুটিয়ার নাম বাদ পড়ার পর গৌতম-সমরেশের অভিযোগে সিলমোহর পড়ল বলে মনে করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি থেকে পর্ষদের সদস্য হয়েছেন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব অরূপরতন ঘোষ। জলপাইগুড়ি থেকে জ্যোৎস্না রায়প্রধান ও রাজীব ভট্টাচার্য পর্ষদের সদস্য হয়েছেন। দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক ও শিলিগুড়ির মহকুমাশাসককে পর্ষদের প্রতিনিধি করা হয়েছে। দায়িত্ব প্রাপ্তির পর মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে ধন্যবাদ দেন নান্টুবাবু। বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গের সব জেলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে ও শ্যাম থাপার পরামর্শ নিয়ে ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে অগ্রসর হবে পর্ষদ।' তাঁকে বৃহস্পতিবার সংবর্ধনা দেবে শিলিগুড়ি মহকুমা খো খো সংস্থা। সংস্থার সচিব ভাস্কর দত্তমজুমদার বলেছেন, 'আমাদের সংস্থা থেকে ক্রীড়া সংগঠক নান্টু পালের উত্থান। রাজনীতির সঙ্গে খেলার জগৎকে কখনোই তিনি মিলিয়ে ফেলেননি। রাজনৈতিক জীবনে উত্থানের পরও তাঁর কাছে গুরুত্ব হারায়নি খেলার মাঠ। আমাদের খো খো পরিবার তাঁর নতুন পদপ্রাপ্তিকে স্বাগত জানাচ্ছে।'

পুনর্মিলন মঞ্চে গোল করে ফ্রান্সকে জেতালেন জিদান

মেসির হাতে কাপ দেখতে চান বোল্ট

প্যারিস, ১৩ জুন ঃ ১৯৯৮-এর বিশ্বকাপ জয়ের ২০ বছর উপলক্ষ্যে পুনর্মিলিত হলেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ী তারকা ফুটবলাররা। '৯৮-এর বিশ্বকাপে ঘরের মাঠে রোনাল্ডো-কাফুদের হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপ জয় করেছিল ফ্রান্স। মঙ্গলবার স্পনসরদের আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বকাপ জয়ী দলের জিনেদিন জিদান, থিয়েরি অরিঁ, বার্থেজ, মার্সেল দেশাই সহ অনেক তারকাই। তবে বিশ্বকাপে ব্যস্ত থাকায় অনুষ্ঠানে থাকতে পারেননি বিশ্বকাপ জয়ী ফ্রান্স দলের অধিনায়ক দিদিয়ের দেশঁ। ছিলেন না ডেভিড ত্রেজেগুয়েও। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ১৯৯৮-এর বিশ্বকাপ জয়ী ফ্রান্স দলের বিরুদ্ধে অলস্টার একাদশের ম্যাচের আয়োজন করেছিল আয়োজকরা। সেই ম্যাচে বল পায়ে নজর কাড়লেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক জিনেদিন জিদান। প্রদর্শনী ম্যাচে অলস্টার-৯৮ একাদশকে ৩-২ গোলে হারাল জিদানের ফ্রান্স-৯৮ একাদশ। জিদান ছাড়াও লেস ব্লুজ-দের হয়ে গোল করেন থিয়েরি অরিঁ এবং ভিনসেন্ট ক্যান্ডেলো। অন্যদিকে, অলস্টার দলের হয়ে গোল করেন ফার্নান্দো মরিয়েন্তেস এবং গাইজকা মেনডিয়েটা।

বিশ্বকাপ জয়ী ফ্রান্স কোচ এইমে জ্যাকঁ-এর দলের হয়ে খেলতে দেখা গেল ফাবিয়ান বার্থেজ, লিলিয়াম থুরাম, লরা ব্লাঁ, জিনেদিন জিদান, থিয়েরি অরিঁ সহ বিশ্বকাপ জয়ী একাধিক তারকাকে। অন্যদিকে, অলস্টার-৯৮ দলের কোচের ভূমিকায় এদিন দেখতে পাওয়া যায় প্রাক্তন আর্সেনাল কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গারকে। অলস্টার দলের হয়ে অংশ নিয়েছিলেন উসেইন বোল্ট, স্যামুয়েল এটো, জর্জেস কারাগোনিসের মতো তারকারা। ওয়েঙ্গারের দলের হয়ে বেশ কিছুক্ষণ মাঠ মাতাতে দেখা যায় স্পিডস্টার উসেইন বোল্টকে। কয়েকদিন আগে ওল্ড ট্রাফোর্ডেও প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন জামাইকান তারকা। এদিন ম্যাচে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি বিশ্বকাপে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন কে হবেন, তা নিয়েও মুখ খোলেন বোল্ট। তিনি জানান, 'আমি আর্জেন্টিনার অন্ধ ভক্ত। মনেপ্রাণে চাইব রাশিয়ায় কাপ উঠুক মেসির হাতে।' অন্যদিকে, ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমারের দিকেও তার চোখ থাকবে বলে জানান বোল্ট।

১৯৯৮-এর বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্রাজিলকে ৩-০ গোলে চূর্ণ করেছিল ফ্রান্স। সেই ম্যাচে জোড়া গোল সহ অনবদ্য পারফরম্যান্স করেছিলেন জিদান। এদিনও তার পা থেকে দেখা গেল সেই পুরোনো ঝলক। অরিঁকে দিয়ে গোল করানোর পাশাপাশি গোল করলেন নিজেও।

গোলের পর জিদানকে অভিনন্দন সতীর্থদের।

রোনাল্ডো-মেসি দ্বৈরথ দেখছেন মোরিনহো

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৩ জুন ঃ রাশিয়া বিশ্বকাপের বল গড়ানোর আগেই ফাইনাল নিয়ে নিজের ভবিষ্যদ্বাণী জানিয়ে দিলেন 'স্পেশাল ওয়ান' হোসে মোরিনহো। ১৫ জুলাই মস্কোর লুঝনিকি স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের ফাইনালে ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে মুখোমুখি হবেন বিশ্বের দুই সেরা ফুটবল তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং লিওনেল মেসি, এমনটাই মনে করছেন রেড ডেভিলস কোচ। সেখানেই না থেমে মোরিনহো আরও বলেন, 'রাশিয়ার ফাইনাল বিশ্বকাপের ইতিহাসে অন্যতম সেরা ম্যাচ হতে চলেছে। আমার মনে হয় না ৯০ মিনিটে এই ম্যাচের ফলাফল পাওয়া সম্ভব। ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গড়াবে। টাইব্রেকারে পোর্তুগাল অথবা আর্জেন্টিনা যে কেউ বাজিমাত করতে পারে।' তবে পোর্তুগাল, আর্জেন্টিনার পাশাপাশি ব্রাজিল এবং জার্মানির কাপ জয়েরও সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন পোর্তুগিজ কোচ। শুধু ফাইনাল নয়, সেমিফাইনালে কোন চারটি দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে, তা নিয়েও মুখ খুলেছেন মোরিনহো। তাঁর মতে, সেমিফাইনালে পোর্তুগাল খেলবে নেইমারের ব্রাজিলের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, গতবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানির বিরুদ্ধে খেলবে আর্জেন্টিনা। মোরিনহো মনে করেন, ব্রাজিল বিশ্বকাপে ট্রফি হারানোর প্রতিশোধ এবার নিতে পারেন মেসিরা। অন্যদিকে, ধারে ভারে ব্রাজিল অনেক শক্তিশালী হলেও শেষ চারের যুদ্ধে শেষ হাসি হাসবেন রোনাল্ডোরাই। তবে রাশিয়ার মাটিতে এবারের বিশ্বকাপ আসরে ইংল্যান্ড এবং বেলজিয়ামের সাফল্যের ব্যাপারে অনেকে আশাবাদী হলেও ইউরোপের এই দুই শক্তিকে নিয়ে বিশেষ আশা দেখছেন না মোরিনহো। কোয়ার্টারেই হ্যাজার্ড-হ্যারি কেনদের দৌড় থামবে বলে মনে করেন ম্যান ইউ কোচ। তবে একইসঙ্গে মোরিনহো এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন, ফুটবল অনিশ্চয়তায় ভরা। ফলে অঘটন ঘটতেই পারে রাশিয়ার মাটিতে।

বিশ্বকাপ ফাইনাল